দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 27 1999 ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম ৩

শিক্ষকদের নকল প্রবণতা

চারদিকে যখন ছাত্রদের নকলপ্রবণতা সম্পর্কে তুমুল আলোচনা তখন আমাকে লিখতে হচ্ছে শিক্ষকের নকল প্রবণতা প্রসঙ্গে।

উত্তম উত্তরপত্র তৈরির জন্য যেমন ছাত্রদের টেস্ট বইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা দরকার; তেমনি উত্তম প্রশ্নপত্রের জন্য শিক্ষকদেরও পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন।

গাইড বা নোট মুখস্থের উপর নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ ও নকল প্রতিরোধে ১৯৯৯ সাল থেকে মাধ্যমিক শ্রেণীতে ইংরেজি বিষয়কে ঢেলে সাজানো হয়েছে। যা সম্পূর্ণ দক্ষতানির্ভর। এছাড়াও শিক্ষাবোর্ড থেকে শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশ আছে সম্পূর্ণ মৌলিক প্রশ্নপত্র রচনার। যেহেতু পদ্ধতিটা নতুন সে কারণে পাঠ্য বইয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের সুবিধার্থে নমুনা প্রশ্নও সংযোজিত আছে। ঐ নমুনা প্রশ্নপত্রের সূত্র ধরে বাজারে ইতোমধ্যেই বেশকিছু গাইড বেরিয়েছে।

Text বই ঘেঁটে, মাথা খাটিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করার জন্য বেশি সময় ও পরিশ্রম প্রয়োজন। প্রয়োজন মেধাও। কিন্তু কিছু পরিশ্রম বিমুখ শিক্ষক বাজারের গাইড ও টেস্ট পেপার থেকে প্রশ্নপত্র নকল করে স্কুলের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। যা ছাত্রের মেধা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রকৃত মূল্যায়নে অক্ষম।

নিকটস্থ এক হাইস্কুলের কিছু ছাত্র আমি পড়াই। স্কুলে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। নবম শ্রেণীর ছাত্রটি একটু ফাঁকিবাজ। অল্প পড়ে পাস করতে চায়। তাই ওকে নিয়ে আমি বেশি চিন্তিত।

বিকেলে খোঁজ নিতে ওর বাসায় গেলাম। আমাকে দেখে একগাল হেসে দিল- স্যার, গ্যালাক্সি চার। ওর কথা ঠিক বুঝলাম না। পরে সে গ্যালাক্সি গাইড খুলে দেখাল। ছাত্ররা গ্যালাক্সি, পাঞ্জেরি, মিজান ইত্যাদি গাইড বইগুলো পরস্পর বিনিময় করে পড়াশোনা করে। কোন বইয়ে কি আছে আমার চেয়ে ওর জানা আছে ভাল। ওকে বোঝালাম ২য় পত্র UNSEEN। সুতরাং এর জন্য ভাল প্রস্তুত না নিলে মারা পড়বে। কিন্তু সে নমুনা প্রশ্ন (সমাধানসহ) ছাড়া আর কিছু পড়তে রাজি নয়। ভয়ে ভয়ে বিকেলে খোঁজ নিতে গেলাম। উল্লাসে চেঁচাল- স্যার, গ্যালাক্সি ছয়- আর কিসের ভয়। আমি বোকার মত দেখলাম ১ম পত্র এবং ২য় পত্র দুটোই সমাধনসহ নমুনা প্রশ্নের হুবহু নকল। শিক্ষক সমাধানসহ নমুনা প্রশ্ন বেছে নিয়েছেন কারণ প্রশ্ন তৈরির মত উত্তরপত্র যাচাইও তার জন্য হবে সহজ ও পরিশ্রমহীন।

এবার এসএসসি উত্তীর্ণ হয়েছে আমার যে ছাত্রী তার প্রাক নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের চারটি প্রশ্নই (নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক) ১৯৯৮ সালের টেস্ট পেপার থেকে দেয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে শিক্ষক যেটুকু চালাকি করেছেন তাহলো রাঙ্গামাটি স্কুলের প্রশ্নকে নিচ থেকে ধারাবাহিক সাজিয়েছেন। যাতে চট করে কেউ তার নকল ধরতে না পারে। কিন্তু গাইড ও টেস্ট পেপার নাড়াচাড়া করে বেশি ছাত্ররাই। ছাত্রীটি তাই সহজেই ধরে ফেলেছে এই কারসাজি। চোখ বন্ধ করে জিনিস লুকিয়ে রেখে কাক ভাবে কেউ দেখলো না, কেউ জানলো না। নকল চর্চা এভাবেই চালিয়ে এরাও ভাবছে কেউ জানলো না।

ছাত্ররা যখন আবিষ্কার করে শিক্ষক নিজেই নকলবাজ তখন ছাত্ররা কেন নকল পরিহার করবে? বাজারের গাইডগুলো প্রকৃতপক্ষে কার গাইড। ছাত্র না শিক্ষকের?

ছাত্রদের নকল প্রবণতা বন্ধ করতে তাই শিক্ষকদের নকল প্রবণতা পরিহার করা অপরিহার্য।

আবুল কালাম
শেষ মোড়, বাকৃবি
ময়মনসিংহ-২২০২